প্রথম আলো

তারিখ 07 SEP 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 4

মতবিনিময় সভায় চিকিৎসকেরা

শিক্ষার মান চাইলে ৭৫% বেসরকারি মেডিকেল বন্ধ করে দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চিকিৎসকেরাই বলেছেন, স্বাস্থ্যশিক্ষায় গুণগত মান চাইলে দেশের ৭৫ শতাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিতে হবে। আবার কিছু সরকারি মেডিকেল কলেজেও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক মতবিনিময় সভায় চিকিৎসকেরা এই মত দেন। 'মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার সংকট ও সমাধান' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস ফর হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। সভায় মূল প্রবন্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তির পরীক্ষা চিকিৎসক-শিক্ষকদের সমন্বয়ে মেডিকেল শিক্ষা কমিশন গঠন করে তাদের হাতে দেওয়াসহ ১১ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক রেজওয়ানুল হক।

বর্তমানে দেশে ৩০টি সরকারি ও ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএসে ভর্তিযোগ্য আসন আছে ৩ হাজার ২১২টি ও বেসরকারিগুলোতে ৬ হাজার ২০৫টি। গত বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে।

বিএসএমএমইউর সাবেক উপাচার্য নজরুল ইসলাম ঢালাওভাবে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এখন বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে ২০-২২ লাখ টাকা দিতে হয়। এটা কি কোনো মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো? কে দিয়েছে এসব অনুমোদন? যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা তো চিকিৎসা নিতে যাবেন সিঙ্গাপুরে। তিনি বলেন, 'আমরা ডাক্তার বলে যাঁদের তৈরি করছি, তাঁদের কাছে কি আমরা চিকিৎসা নিতে তৈরি?'

নজরুল ইসলাম আরও বলেন, মান চাইলে ৭৫ শতাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিতে হবে। আবার এমন সরকারি মেডিকেল কলেজও আছে, যেখানে একটি আলমারি নিয়ে অ্যানাটমি বিভাগ। তাই শুধু ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নয়, সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে হবে।

বিএসএমএমইউর সাবেক সহ-উপাচার্য অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুব বলেন, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে ভর্তি পরীক্ষা আমলাদের পরিবর্তে শিক্ষাবিদদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য এবার কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (স্বাস্থ্যশিক্ষা) এম এ রশিদ। গতবারের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে ওই ঘটনায় গঠিত গণতদন্ত কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোচিং সেন্টার। শিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের ফল প্রশ্ন ফাঁস।

বারডেম হাসপাতালের অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন, ইবরাহিম মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া অন্তত ২৫ জন শিক্ষার্থী ক্লাসে আসছেন না, হল ছেড়ে দিয়েছেন, যা ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর প্রায় ২৫ শতাংশ। ১১ বছরে এমনটি আর হয়নি।

ডক্টরস ফর হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সভাপতি অধ্যাপক নাজমুন নাহারের সভাপতিত্বে মতবিনিময়ে আরও বক্তব্য দেন চিকিৎসক এখলাছুর রহমান, মুশতাক হোসেন, শুভাগত চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ তানজিম উদ্দিন খান, এ এন রাশেদা, আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রকিবুল ইসলাম প্রমুখ।